ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়
শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এ গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

উত্তর: বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শ্রম অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। এ খাত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের বেকারত্ব হ্রাসে অবদান রাখছে। ২০১৬ সালে দেশে রেমিট্যান্স এসেছে ১ লাখ ৭ হাজার ২৯৪ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় ৭.৮৩%। অভিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশ থেকে সংঘটিত শ্রম অভিবাসনের সবচেয়ে বড় অংশই (প্রায় ৯৯%) ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রিক্রুটিং এজেন্টের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে বৈধ প্রক্রিয়ার বাইরে অবৈধভাবে শ্রমের অভিবাসন ও মানবপাচার বিদ্যমান। বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণা ও সংবাদ-মাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শ্রম অভিবাসন খাতে বিভিন্ন সমস্যা উদঘাটিত হয়েছে। তবে বাংলাদেশ থেকে শ্রমের অভিবাসনের কারণ ও ধরন, অভিবাসন ব্যয় ও ব্যয়ের উৎস, রেমিট্যান্সের ব্যবহার ও অভিবাসনের প্রভাব প্রভৃতির ওপর গবেষণা থাকলেও অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন, অনিয়ম- দুর্নীতির ধরন ও এর কারণ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। উপরন্তু, বিভিন্ন সময়ে সম্পাদিত গবেষণায় এ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ খাতে বিপুলসংখ্যক ব্যক্তির কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্সের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং এ খাত দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি বিবেচনায় টিআইবি এ খাতে সুশাসন নিশ্চিতকরণে বর্তমান গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

প্রশ্ন ২: এ গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: সার্বিকভাবে বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা এবং এসব চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণের উপায় চিহ্নিত করা গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য। এই গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে:

ক. বাংলাদেশের শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পর্যালোচনা করা;
খ. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করা;
গ. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ চিহ্নিত করা; এবং
ঘ. শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন ও কার্যকর জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

প্রশ্ন ৩: এ গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা। গবেষণার পদ্ধতি হিসেবে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সাক্ষাৎকার ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); দেশী ও বিদেশী রিক্রুটিং এজেন্ট; দালাল; রিক্রুটিং এজেন্টদের সংগঠন (বায়রা) ও উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেন্দ্রের সংগঠন (গামকা) প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও গবেষক; গণমাধ্যমকর্মীর সাক্ষাৎকার, এবং অভিবাসী কর্মী ও অভিবাসন-প্রত্যাশী কর্মীর নিকট থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া শ্রম অভিবাসন সংশ্লিষ্ট নীতিমালা; আইন ও বিধি; প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণা; প্রবন্ধ; সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও দলিল এবং সংবাদপত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এ গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: ২০১৬ সালের মে থেকে জানুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত সময়ে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণীত হয়।

প্রশ্ন ৫: গবেষণার পরিধি কী?

উত্তর: গবেষণার পরিধি প্রথমত কেবলমাত্র বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দেশের বাইরে কাজ নিয়ে যাওয়া যাচাই। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া - কর্মসংস্থানের সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন থেকে শুরু করে বিদেশ যাওয়ার আগ পর্যান্ত কার্যক্রম, ভ্যালু চেইন (ব্যয়), এই প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি, এসব অনিয়মের কারণ অনুসন্ধান। তৃতীয়ত, শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সুশাসন কাঠামো পর্যালোচনা - সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন ও নীতি, সরকারি ও বেসরকারি প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতা অনুসন্ধান।

প্রশ্ন ৬: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না?

উত্তর: এই গবেষণাটি জরিপ-নির্ভর নয় বলে প্রাপ্ত ফলাফল সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয় বা সাধারণীকরণ সম্ভব নয়। তবে তা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতির একটি দিক নির্দেশনামূলক চিত্র উপস্থাপন করে।

প্রশ্ন ৭: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা এবং অন্যান্য ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকার ও নিবিড় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়। পরবর্তীতে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণের জন্য খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। তাদের মতামতের ভিত্তিতে তথ্য-উপাত্ত যাচাই ও হালনাগাদ করা হয়।

প্রশ্ন ৮: এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে টিআইবি'র সার্বিক পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর: গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে টিআইবি'র সার্বিক পর্যবেক্ষণ হচ্ছে:

- আইনি কাঠামোতে কিছু ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা ও প্রয়োগে সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান;
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া তদারকি ও নিয়ন্ত্রণে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি;
- তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান - কর্ম পরিবেশ, বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে তথ্য, ভিসার মূল্য/ অভিবাসন ব্যয়ের খাত;
- উচ্চ অভিবাসন ব্যয় - অনিয়ন্ত্রিত ভিসা বাণিজ্য - প্রত্যাশিত পর্যায়ে অভিবাসনের সুফল না পাওয়া;
- বাংলাদেশ থেকে শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়া
  - দীর্ঘ, জটিল, অনিশ্চিত, প্রায় ঢাকা-কেন্দ্রিক
  - অপ্রাতিষ্ঠানিক ব্যক্তি ও প্রক্রিয়া নির্ভও, প্রতারিত ও বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি;
  - প্রাপ্য ও প্রকৃত ক্ষতিপূরণ না পাওয়া; এবং
- শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান
  - ভিসা প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ;
  - কাজের জন্য অবৈধ পথে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি; ও
  - বিদেশে অবৈধ হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে টিআইবি বেশকিছু সুপারিশ প্রদান করেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসন আইন ২০১৩' এর সংস্কার সাধন;

● বিদেশে অবস্থিত প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম উইং-এর সক্ষমতা (বাজেট, জনবল) ও দক্ষতা বাড়ানো;
● দালালদেরকে রিক্রুটিং এজেন্টদের সাব এজেন্ট বা নিবন্ধিত প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার বিধান প্রণয়ন;
● ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগৃহীত একক ভিসার জন্য বহির্গমন ছাড়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে বিএমইটি কর্তৃক ওয়ান স্টপ সেবা কার্যকর করা;
● সরকার-নির্ধারিত ব্যয়ের ন্যূনতম পাঁচগুণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
● সব দেশের জন্য অনলাইনে ভিসা যাচাই নিশ্চিত করার জন্য গন্তব্য দেশের সাথে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ;
● দলীয় ভিসা প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নেওয়ার নিয়ম বাতিলকরণ;
● অভিবাসী কর্মীর ছবি ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে তথ্য বিনিময়ে কার্যকর সমন্বয় সাধন; এবং
● সম্ভাব্য অভিবাসী কর্মীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্যে নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এই প্রতিবেদন সংক্রান্ত অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল info@ti-bangladesh.org।

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত 'শ্রম অভিবাসন প্রক্রিয়ায় সুশাসন: সমস্যা ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটির সার-সংক্ষেপ টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

****